দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...29 OCT 1992 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষকগণ আন্তরিক হইলে শিক্ষাঙ্গনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিন নয়

.....ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (বুধবার) সিটি কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলিয়াছেন, শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিক হইলে, অন্যায়-অনিয়মকে প্রশ্রয় না দিলে শিক্ষাঙ্গনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ নয়। এই ক্ষেত্রে সিটি কলেজের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,

(৭ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

কলেজটির সুনাম ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত এবং কারসাজি কম হয় নাই। ছাত্র রাজনীতির নামে এখানেও বোমাবাজি, অস্ত্রের ঝনঝনানি অনেক হইয়াছে। কিন্তু কলেজ পরিচালনায় প্রিন্সিপাল-সহ শিক্ষকবৃন্দের নিষ্ঠা এবং লেখাপড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক আগ্রহ সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণে সকল পেশার সৎ ও সংগ্রামী অংশকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, ভালো কাজকে উৎসাহদান এবং অন্যায় কাজকে বাধাদান করার মনমানসিকতা ছাড়া সুন্দর দেশ, জাতি গড়া যাইবে না।

কলেজ মিলনায়তনে কলেজের প্রিন্সিপাল মোঃ হাফিজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে কলেজের গভনিং বডির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব খানে আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন ডঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। গভনিং বডির সদস্য গোলাম মোস্তফা, কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শাহ মোস্তাফিজুর রহমান নবীনদের পক্ষে কামরুজ্জামান খান প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। আনন্দমুখর এই অনুষ্ঠানটির সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক শেখর ইমতিয়াজ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন সোমা ও উল্লাস। নির্ধারিত সময় সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। কলেজের কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী দীর্ঘক্ষণ অনুষ্ঠানি উপভোগ করে।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

শিক্ষকগণ আন্তরিক হইলে

বলেন, জাতীয় জীবনে আমরা এক অস্থির সময় অতিক্রম করিতেছি। দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসন অবসানের পর গণতান্ত্রিক জীবনধারা গড়িয়া তোলার যে সুযোগ আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে তাহাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করি তাহার উপর নির্ভর করিতেছে আমাদের ভবিষ্যৎ। স্বৈরশাসনামলে আমাদের কোমলমতি ছাত্রদের হাতে অর্থ এবং অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সন্ত্রাসী বানানো হইয়াছে। শিক্ষাকে ধ্বংস করা হইয়াছে। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ঢুকাইয়া নৈতিক মূল্যবোধকে শেষ করা হইয়াছে। শ্রমজীবী, পেশাজীবীদের একাংশকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগে অভ্যস্ত করিয়া তাহাদের উৎপাদনমুখী চরিত্রের বিনাশ সাধন করা হইয়াছে।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, নূতন প্রজন্মকে পুঁথিগত জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। শিক্ষার্থীদের সম্মুখে আজকের বাস্তবতাকে পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে। পাস করিলেই এখন আর কেরানীর চাকুরীও মিলিবে না। বিশেষ দক্ষতা ছাড়া, পরিশ্রমী হওয়া ছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়ানো যাইবে না।

সিটি কলেজে গঠিত ছাত্র কাউন্সিলের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কাউন্সিল সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। এই উদ্যোগ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হইবে। নূতন নেতৃত্ব বিকাশের বিকল্প মডেল হিসাবে ইহা গৃহীত হইতে পারে।

খানে আলম খান বলেন, একটি সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিটি কলেজের নাম সর্বত্র। শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইহা সম্ভব হইয়াছে। তিনি জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন ও মেধার বিকাশে নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

ডঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বলেন, আমাদের শিক্ষা জগতে অস্থিরতা চলিতেছে। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু বই-পুস্তক পড়ার কথা বলি। তাহাদের মেধার বিকাশের দিকে নজর দেই না। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্ফুটিত গোলাপ আখ্যা দিয়া বলেন, আমাদের নির্ধারণ করিতে হইবে আমরা এই গোলাপ হইতে বিষ না মধু সংগ্রহ করিব। কলেজের প্রিন্সিপাল মোঃ হাফিজ উদ্দিন বলেন, ১৯৫৭ সালে সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে। বর্তমানে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত তাল মিলাইয়াও কলেজটি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, কঠিন পরীক্ষা দিয়া তোমরা কলেজে ভর্তি হইয়াছ। কাজেই এই প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সকলকে আন্তরিক ভূমিকা পালন করিতে হইবে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।